মূল্য : ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫৭ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী সংখ্যা ❀ শ্রাবণ, ১৪২৬ ❀ আগষ্ট, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-6294414862, STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৭৬৮৫, ৯৯০৩০৬৫২৬২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-৯৭০৬৫৭২৩১, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত।	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। দুঃখের মধ্যে সুখের আশা বর্তমান	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। শাসন	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ।	৬
৫। শ্রীদশমূল শিক্ষা	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ।	৭
৬। শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু কথা	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ।	৯
৭। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাতদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষিকেশ মহারাজ।	১১
৮। প্রচার প্রসঙ্গ	—	১২
৮। রথযাত্রার বিবরণ	শ্রীমতী কমলাদাসী	১৩
৯। গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচার কার্য্যাবলী ২০১৯	—	১৭
১০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব	—	১৮
১১। ঊর্জ্জাব্রতকালে ধাম পরিক্রমা পঞ্জী	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি- শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট। **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫৭ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী সংখ্যা ❀ শ্রাবণ, ১৪২৬ ❀ আগষ্ট, ২০১৯

সারকথা

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।৩৩)

'কৃষ্ণ-নিত্যদাস'—জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।২৪-২৫)

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।১৪-১৫)

মুক্তি-হেতুক, তারক হয় 'রামনাম'।
'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা করে প্রেমদান ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৩।২৫৭)

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৪।৪০)

জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৪।১৬৬)

মহাপ্রভুর উক্তি বল্লভভট্টের প্রতি—
প্রভু কহে,—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর', 'যশোদানন্দন'—এই মাত্র জানি ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৭।৮৫)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নশ্বর, অনিত্য বস্তুমাত্রেই মায়া। ভগবান নহে যাহা, তাহাই মায়া। ভগবান মায়াধীশ, তাঁকে মাপা যায় না। খৃষ্টানদের মতে যেমন Godhead একটি আলাদা, Satan একটি আলাদা, শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মায়া সেরূপ নহে। ভাগবত School-এর মতে মায়া পূর্ণপুরুষ ভগবানে condemned state এ (অপাশ্রিতভাবে) আছে—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের প্রতি দণ্ডবিধান করে, সংশোধন করবার জন্যে।

প্রঃ—আরোহবাদ কি একেবারে ছাড়া যায়?

উঃ—যত দিন আমাদের নিজের শক্তির উপর—নিজের আত্মম্ভরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবার বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হতে পারে না। প্রপত্তি বা শরণাগতি-বুদ্ধি না আসা পর্যন্ত আমরা আরোহবাদকে বহুমানন করে থাকি। যখন নিজের ধার করা শক্তির ক্ষুদ্রতা—নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎকরতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হয়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রের উপাখ্যান আছে। ঐ গজেন্দ্র পূর্বে মদমত্ত হয়ে সরোবরে হস্তিনীগণের সঙ্গে যখন ক্রীড়াতে উন্মত্ত হয়েছিলেন, তখন সকল জলচর জীবের জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল। তার ভয়ে অন্যান্য প্রাণীর তিষ্ঠানো দায় হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটা মহাবলবান কুম্ভীর এসে ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পা আঁকড়ে ধরলে। হাতীতে ও কুমীরে তুমুল যুদ্ধ হলো, এমন যুদ্ধ হতে থাকলো যে, এক হাজার বছর কেটে গেল, তথাপি যুদ্ধ শেষ হয় না, দু'জনেই দু'জনের শক্তির বাহাদুরী দেখাতে লাগলো। এদিকে গজেন্দ্রের বল ক্রমশঃই কমে আসতে থাকলো, বল-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততা, নিজশক্তির বড়াই, বাহাদুরী সবই কমে যেতে লাগল। গজেন্দ্র কুম্ভীরের গ্রাসে পড়ে আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে একমাত্র ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করাই সবচেয়ে মঙ্গল স্থির করল। যতক্ষণ জীব ঐ মদমত্ত গজের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে বড় মনে করে, ততদিন পর্যন্ত সে আরোহবাদকে বহুমানন করে, আর যখন তার চিত্তে ভগবদাশ্রয়ত্বের মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তার চিত্ত ধাবিত হয়। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই বলে থাকেন। তাঁরা আরোহবাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড় হউন না কেন, আরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে করলে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়। অন্যাশ্রয়বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা করতে পারে না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ (গীতা)

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মগণেরই কর্মকাণ্ডীয় বুদ্ধি, তাঁরা অভ্যুদয়বাদী—তাঁরাই আরোহবাদী, আর মোক্ষবাদী জ্ঞানী-যোগিগণ নিজের চেষ্টায় উঁচু হতে চান। ''জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।'' জ্ঞানী ব্রহ্ম হতে চান। ক্ষুদ্রের বড় হবার পিপাসার নামই—আরোহবাদ। যোগী দুচার-পাঁচ হাত উচু হতে চান—বিভূতি বা কৈবল্য লাভ করতে চান, এ সকলই আরোহচেষ্টা।

আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না করে—আরোহবাদী কর্মী ও যোগী হওয়ার দুর্বুদ্ধি না করে—বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা-দ্বারা তাড়িত না হয়ে যদি কায়মনোবাক্যে প্রপন্ন হয়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা হলেই অজিত ভগবান আমাদের কাছে জিত হবেন। যে যতটা পণ্ডিত আছি বা মুর্খ আছি—যে যেখানে আছি, সেখানে থাকাকালেই সাধুদিগের শ্রীমুখ হতে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বর্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায় অর্থাৎ কুণ্ঠরাজ্যে বাস করছি। আমরা যদি এখানে আমাদের mental speculation নিয়ে শাস্ত্র বিচার করতে আরম্ভ করি, তাহলে আমরা বঞ্চিত হব। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত হয়ে শাস্ত্র আলোচনা করা মানে—শাস্ত্রকে আমাদের অধীন করে ফেলতে চাওয়া, কিন্তু শাস্ত্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—কৃষ্ণের অবতার। তিনি বলছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (গীতা)

প্রভু হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, সেটা কর্মকাণ্ড। প্রভুত্বমদমত্ত হয়ে যে উপদেশ লাভ করবার অভিনয় করি, তাতে আমরা বঞ্চিত হই, শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না। শাস্ত্র শরণাগতের কাছেই প্রকাশিত হন। *(ক্রমশঃ)*

দুঃখের মধ্যে সুখের আশা বর্তমান

শ্রীল গুরুমহারাজের ১২০তম বার্ষিক আবির্ভাব তিথি

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

স্থান—গোদ্রুম, তাং—০২-০১-২০১৬

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের ১২০ তম আবির্ভাব তিথিতে আমরা সব এখানে, শ্রীল গুরুমহারাজের অনুগত যারা, তাঁকে যাদের ভালো লাগে সেই সমস্ত মহাবৈষ্ণবদের ডেকে এনে তাঁর সুখ রচনা করবার জন্য চেষ্টান্বিত আছি।

শ্রীল গুরুদেব সাক্ষাৎ পরশমণি সদৃশ। যারা তাঁকে দেখেছেন, 'আমার গুরুদেব নন্ তিনি' এরকম কথা বলতে কেউ সাহস পাবেন না। শ্রীগুরুদেবের মধ্যে সমস্ত গুরুদেবত্ব আবির্ভূত হওয়ার দরুন আমি তাঁর শিষ্য হয়ে বলতে, তাঁর কাছে শিষ্যত্বের লোভে আসি। শ্রীলগুরুমহারাজ অত্যন্ত কৌশলী ছিলেন, অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। মিশনের সমস্ত রকম অসুবিধা নানারকম অভাব অভিযোগ থাকলেও তিনি সেগুলোকে সমাধান করে চলেছেন। তাঁর তেজস্বিতা তাঁর পরিচালনা কৌশলের দূরদর্শিতা, মিশনকে শ্রদ্ধা করতেন ভালোবাসতেন সেজন্য তাঁর কথা সকলে না মেনে পারত না। শ্রীল গুরুমহারাজ অত্যন্ত উদারচেতা মানুষ ছিলেন, কাউকে তিনি কোনভাবে offend করবার চেষ্টা করতেন না, সকলকে তিনি মঙ্গলময় ভগবানের নাম, মঙ্গলময় ভগবানের ধাম, মঙ্গলময় ভগবানের কথা এ সমস্তকে তিনি ছড়িয়ে দিতেন সকলের মাঝখানে। এমন সুপটু পরিবারের মধ্যে শিষ্য হয়ে যারা এসেছেন তারা কেউ কোনভাবে escape করতে পারত না। তাঁর Personality ছিল গম্ভীর আর তিনি কি বলতে চাইছেন চট্ করে কেউ বুঝতেও পারত না। ভগবানের ভক্তগণ কেবল তাদের সাবলীল শ্রৌতপন্থায় যে কথা শুনতে পেতেন তা শ্রীল গুরুমহারাজ তার সমাধান করে দিতেন। আমরা যখন মায়াপুর, থেকে যোগপীঠে চলে আসলাম আসতে হয়েছিল তাই এসেছিলাম তখন তারা শ্রীল গুরুমহারাজ শ্রীল আচার্য্যপাদ উপায়ান্তর না দেখে পুরীতে স্থান পেয়েছিলেন। পরে শ্রীল গুরুমহারাজের অদ্ভুত বুদ্ধি বিচক্ষণতার জন্য তিনি এখানে গোদ্রুমে একটি জায়গা কিনে মন্দির স্থাপনাদি করলেন। মন্দির স্থাপনাদি করলেন কেন? লোক দেখানো নয়, তাঁদের সেবাটা সুষ্ঠু করবার জন্য। তাঁরা একান্তে এসে তাঁদের ভগবানের, তাঁদের গুরুবর্গের সেবায় মত্ত হয়ে গেলেন। গুরুদেব আরেক গুরুদেবকে বুঝতে পারেন সেইজন্য বিশাল তাঁর কৌশল, এতে যারা পা দিয়েছে, তারা ধরা পড়বেই পড়বে। আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে অল্প দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গ হারাতে হলো। কিন্তু তিনি যে দিগদর্শন দেখিয়ে গেছেন সেটা অপূর্ব, অনিন্দ্য সুন্দরবর। এই কথাটার তুলনা নাই অনিন্দ্য সুন্দরবর, তাকে বশ করতে গেলে তার কৌশল তিনিই (শ্রীল গুরুমহারাজ) জানেন।

দুঃখী জীবের দুঃখ কোনক্রমে যাওয়ার নয় সেজন্য এই দুঃখের মধ্যে থেকেও ভগবান সুখের আশা সব ভক্তগণকে দিয়েছেন।

আজ ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাদ্ পদতলে বসে আমরা তাঁর (শ্রীল গুরুমহারাজের) জন্মতিথি তাঁর জন্মযাত্রা পালন করছি এবং এই পালনের সাথে সাথে সব গুরুবর্গের শ্রীচরণে আমাদের ভক্তির দীপ প্রজ্জ্বলিত হোক এবং সেই দীপের মহিমা ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে এবং সেই দীপের দ্বারাই যথার্থ গুরুসেবা এবং গুরুসেবকের সেবা হয়ে যাবে।

শ্রীল গোস্বামীপাদের বাণী

১। যারা কৃষ্ণভজন করেন, তারা চতুর, আর যারা মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে কৃষ্ণভজন করেন তাঁরা চতুর শিরোমণি।

২। গুরু কৃপা বরণ করতে হলে বৈষ্ণব কৃপা দরকার, গুরুকে ঘিরে রয়েছেন বৈষ্ণব। তাঁদের দ্বারা গুরুকে ধরা যায়।

শাসন

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, তাং-২৩-১২-১৮

গৌড়ীয় মঠ জগতের বুকে শুদ্ধভক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এখানে চব্বিশ ঘন্টাই সাধককে ভগবানের সুখকর সেবা শিক্ষা দান করা হয়। জাগতিক অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেই সকল প্রতিষ্ঠানেও নিয়মশৃঙ্খলা রয়েছে এবং যেখানে যত বেশী কড়াকড়ি সেই প্রতিষ্ঠান ততো উন্নত। শিক্ষা ও শাসন অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। শাসন সাধককে Purify করে, নিয়ন্ত্রিত করে, সুষ্ঠু সুন্দরভাবে চলতে সাহায্য করে। ভক্তি জগতে শাসন নিতান্ত প্রয়োজন, শাসন ব্যতীত ভক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া যায় না। আমাদের গুরুবর্গ তাঁরাও শাসন করেছেন। শ্রীল গুরুমহারাজ বলতেন—**"আমি সহজে শাসন করি না, কারণ শাসন মেনে নিয়ে ভক্তিতে অগ্রসর হওয়ার সাধক খুব কম।"** সাধকের এরকমটি মনে করা উচিত নয় যে শুধু স্নেহ পেয়ে যাবো, শাসন স্বীকার করবো না। স্নেহ থাকবে পাশাপাশি শাসনও থাকবে, স্নেহযুক্ত শাসন যদি সাধক স্বীকার করতে না পারে তো সাধক শুদ্ধভক্তির পথে failure হয়ে যাবে। আমরা দেখতে পাই ভগবানও শাসন করেন, ভগবানের ভক্তগণও শাসন করেন, মহাপ্রভু স্বয়ং শাসন করেছেন। আমাদের গুরুবর্গ মহাপ্রভুর পার্ষদগণও শাসন করেছেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদের দোষ দর্শন করেছিলেন। স্বপ্নে জগন্নাথদেব তাকে বেশ কয়েকটি চড় মেরেছিলেন, পরদিন সকালে দেখা গেল বিদ্যানিধির গাল ফুলে গেছে এবং গালে শ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গুরির ছাপ রয়েছে। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে এই বলে শাসন করলেন যে—

"বৈরাগী হৈয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো মুই তাহার বদন ॥"

ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু ত্যাগ করলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করছিলেন, সেই সভায় শ্রীবাস পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, ভাগবত শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত রোদন করতে করতে মূর্চ্ছিত হন। পড়ুয়াগণ শ্রীবাস পণ্ডিতকে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে রাখলেন কিন্তু দেবানন্দ পণ্ডিত তার ছাত্রদের বাধা প্রদান করলেন না। মহাপ্রভু দেবানন্দকে বাক্যদণ্ড দিলেন। ছোট হরিদাসকে কড়া শাসন করলেন। সেই কড়া শাসন যারা সহ্য করতে পারেন তারাই ভক্তিতে বেশী পটু হন। মহাপ্রভু মুকুন্দকে খড়জাঠিয়া বলে শাসন করলেন। তার মুখ দর্শন করবেন না বললেন। মুকুন্দ সেই শাসন স্বীকার করে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় প্রেমধন লাভ করলেন তিনি। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখতে পাই নারদ ঋষি নলকুবের ও মণিগ্রীবকে অভিশাপ দিয়ে দণ্ড দান করেছিলেন। তারা বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হলেও শাসনের ফল মধুর হলো, তাঁরা বালগোপালের দর্শন স্পর্শ পেলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখতে পাই শিবানন্দ সেন পুরীতে বৈষ্ণবদের থাকবার ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি করেছিলেন। ফলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাকে লাথি মেরে বললেন—"তুমি বৈষ্ণব সেবা জানো না, ভক্তের সেবা জানো না।"

প্রতাপরুদ্র রাজার অনুচর হরিচন্দন নামে এক উড়িয়া ভক্ত ছিল। শ্রীবাস পণ্ডিত যখন জগন্নাথের সামনে নৃত্য ও দর্শন করছিলেন, হরিচন্দন মাঝে মাঝেই শ্রীবাস পণ্ডিতের অগ্রে এসে দর্শনে বাধা দান করছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তাকে এক চড় মারলেন। হরিচন্দন ক্রুদ্ধ হলে প্রতাপরুদ্র রাজা তাকে বললেন—"তুমি বড় ভাগ্যবান যে শ্রীবাস পণ্ডিতের থাপ্পড় খেলে।" শাসনের মধ্য দিয়ে যে আশীর্বাদ বা কৃপা, স্নেহ দিয়ে তা হয় না। যারা শুধু স্নেহ চান গুরুবর্গ অনেক সময় তাদের স্নেহ দিয়ে পরীক্ষা করেন। স্নেহ পেয়েও ভজন করে না তখন তাদের বঞ্চিত করেন। আবার অনেক সময় ভক্তির বিশেষ আনুকূল্য করলে গুরু-বৈষ্ণবগণ তাদের স্নেহ দেখান, সেটা তাঁদের আশীর্বাদ। স্নেহেতে বঞ্চনার ব্যাপার আছে কিন্তু শাসনে বঞ্চনার ব্যাপার নেই। আবার শাসনে ভক্তিতে স্থির হয়ে থাকবার ব্যাপারও নেই। শাসনে ভক্তিতে অগ্রগতির ব্যাপার আছে। সহ্য করবার ক্ষমতা দিয়ে দেয় শাসন। এসব দৃষ্টান্ত আমাদের বুঝতে হবে। ভগবান শাসন করেন, ভগবানের ভক্ত শাসন করেন, গুরুবর্গ শাসন করেন। হয়ত ওনারা অনেক সময় কড়া শাসনও করতে পারতেন কিন্তু আমি সহ্য করতে পারব না বলে মৃদু শাসন করে ছেড়ে দেন। কড়া শাসন যিনি সহ্য করতে পারেন তিনি

পরম ভাগ্যবান। যিনি কড়া শাসন করছেন তিনি পরম কৃপা করবার জন্য করেন। শাসন সহ্য করতে না পারা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। আবার এমন সাধক আছেন যারা শাসন সহ্য করতে পারবে কিন্তু শাসন সহ্য করে তাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। যে সাধক শাসন পেল, তার মর্ম বুঝল এবং সেই অনুপাতে চলতে শুরু করল তারা উত্তম সাধক।

''এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে ॥

আমরা ভাবি বৈষ্ণব জগতে এসেছি, প্রেম প্রীতি দিয়ে পালন করবেন, শাসন কেন করবেন। কিন্তু শাসন যেখানে নেই ভক্তিও সেখানে নেই। প্রকৃত স্নেহ বা প্রেমের ব্যবহারও সেখানে নেই। প্রেমের ব্যবহার যেখানে থাকবে সেখানে শাসন আসবেই। এসব ব্যাপার সাধকের জানা দরকার এবং শাসন এলে তাকে স্বীকার করে নেওয়ার দরকার। শাসন একটা অমৃতময় বস্তু। ভগবান-গুরু-বৈষ্ণব তিনদিক থেকেই শাসন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৯/১৭) বলেছেন—

লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্ম্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥

ভগবান এমন শাসন করেন আমাদের বোঝার ক্ষমতা নেই। ভগবান অনেক সময় বিষম পরিস্থিতিতে ফেলে আমাদের শাসন করেন, বিচলিত করে দেন। আমরা একটা শুদ্ধ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে এসেছি। শ্রীল গোস্বামীপাদও শাসন করেছেন অনেককে, যারা গ্রহণ করতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে তারা বেঁচে গেছে, আমিও বুঝতে পেরে বেঁচে গেছি। অতএব শাসন নেওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হবে। স্নেহ পেয়ে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে খুব আহ্লাদে নাচব, কিন্তু ওর ভেতরে সুড়ঙ্গ পথে বঞ্চনা চলে আসতে পারে—এটা সাধকের বোঝা উচিত। শাসন হচ্ছে ঘন মধু। মধুর হতেও মধুর। সেইজন্য ভক্তি সাধককে তৈরী থাকতে হবে কখন শাসন আসবে, তাকে মাথা পেতে নেব শুধু নয়, কোনও বিরুদ্ধভাব আসতে দেবনা, উল্টো শাসন কর্তার কৃপা অনুভব করে নিজকে ধন্য মনে করব, এটাই উত্তম সাধকের লক্ষণ।

শ্রীদশমূল শিক্ষা

(কলকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের ইষ্টগোষ্ঠী হইতে সংগৃহীত)
সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

শ্রীদশমূল শিক্ষার প্রাক্‌কথা (Background)

গৌরনিজজন তথা গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীদশমূল শিক্ষা রচনার পূর্বে বলেছেন—

''রহস্যং শাস্ত্রাণাং যদপরিচিতং পূর্ব্ববিদুষাং
শ্রুতের্গূঢ়ং তত্ত্বং দশপরিমিতং প্রেমকলিতম্ ॥''

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ভাগবতাদি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করে তার সার কথা উপলব্ধি করা কলিহত জীবের পক্ষে এক প্রকার দুর্বোধ্য। এমনকি পূর্বে বিদ্বানগণেরও শাস্ত্রের যে রহস্যকথা অজানা ছিল। করুণাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়ে তাঁর নবদ্বীপ লীলাকালে এবং পুরী, দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতে ভাগবদ্‌ধর্ম প্রচারকালে শাস্ত্রের শিক্ষাগুলো নানা উপদেশছলে কলিহত জীবের জন্য ব্যক্ত করেছেন। শ্রীগৌরশক্তি স্বরূপ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র শিক্ষাকে একত্র গুম্ফন করে দশটি মূল শিক্ষার আকারে ''দশমূল শিক্ষা'' নামে ভক্তি সাধকের জন্য তুলে ধরেছেন।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্বিভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতাংস্তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ গৌরচন্দ্রং ভজে তম্॥

শ্রীদশমূল শিক্ষার প্রথম শ্লোকটি দশটি শিক্ষার সমষ্টিগত শ্লোক। একটি প্রমাণ তত্ত্ব ও নয়টি প্রমেয় বিষয়কে প্রমাণ সংযোগে স্থাপিত করছে। সেই নয়টি প্রমেয় তত্ত্ব সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

''বেদ শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৩)

'আম্নায়' অর্থাৎ গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত বেদবাণী এবং

তাতে বিশ্বাস। সৃষ্টির আদিতে ভগবান ব্রহ্মাকে ভগবদ্‌জ্ঞান উপদেশ করেন তা ক্রমে ব্রহ্মা থেকে নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব আদি মহাজনগণের দ্বারা বর্তমান গৌড়ীয় গুরুবর্গের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। সেই আম্নায় বা বেদবাণীর উপরে নির্ভর করে আমাদের ভক্তি বা পারমার্থিক জীবন। এই বেদবাণী প্রমাণ কেন? কারণ, ন্যায় স্মৃতিশাস্ত্রে দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, আর্ষ্য, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা—এই দশ প্রকার প্রমাণের কথা উল্লেখ করলেও গৌড়ীয় দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ এই তিনটি প্রমাণকেই মান্যতা দেয় এবং তার মধ্যে শব্দ প্রমাণ শ্রেষ্ঠ যা বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের বাণী মহাজনগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

সেই আম্নায় বাণী শ্রীহরির সম্বন্ধে তিনটি পরিচয়, জীবের চারটি পরিচয় মোট সাতটি সম্বন্ধের কথা, একটি অভিধেয় বা সাধনের বিষয় ও একটি প্রাপ্তির বা প্রয়োজনের বিষয় বলেছেন।

সেই বেদবাণী অনুসারে শ্রীহরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব শক্তিমান এবং অখিলরসামৃতসিন্ধু। শ্রীহরিই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব তাঁর সমান বা উর্দ্ধে কেউ নেই। ''স্বয়ম্ভু অসাম্যাতিশয়।'' তিনি সর্বশক্তির আধার, সমগ্র চিদ্ ও অচিদ্ বিশ্ব তাঁর শক্তির পরিণতি। চিদ্‌শক্তি পূর্ণরূপে, জীবশক্তি আভাসরূপে আর মায়াশক্তি ছায়ারূপে কাজ করছে।

জীব শ্রীহরির বিভিন্নাংশ, দুই প্রকার জীব—বদ্ধ জীব এবং মুক্ত জীব। সমস্ত জীব এবং মায়াশক্তির যা কিছু প্রকাশ হরির সঙ্গে ভেদাভেদ সম্পর্কযুক্ত। নববিধা ভক্তি দ্বারা শুদ্ধভক্তির যাজন করাই অভিধেয় বা সাধন। নির্মলভাবে সাধন করলে জীবের মায়িক দশা কেটে যাবে এবং কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করতে পারবে আর এই কৃষ্ণ প্রীতিলাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত বেধঃ প্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তুং প্রমিতি বিষয়ান্ তান্নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতি সহিতং সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা ॥

বেদ অপৌরুষেয় মানে কোন মানব দ্বারা সৃষ্ট নয়, ভগবানের মুখনিঃসৃত। শ্রীহরির কৃপাপ্রাপ্ত ব্রহ্মাদির দ্বারা বেদের বাণী অর্থাৎ আম্নায় বাণী আমাদের কাছে এসেছে। আম্নায়বাণী, যার মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব এসব দোষ নেই। সেই আম্নায় বাণী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা নয় প্রকার প্রমেয়তত্ত্বকে সাধন করেন। যুক্তি বা তর্ক ভগবদ্ বিষয়ের বিচারে প্রবেশ করতে পারে না।

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশপ্রণমিতো
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥

শ্রীহরি পরমতত্ত্ব, শ্রেষ্ঠতত্ত্ব যার সমান বা উর্দ্ধে কেউ নেই। তিনি ব্রহ্মা, শিব ইত্যাদি দেবতাগণ কর্তৃক প্রণমিতো। শ্রীহরি—তিনি অংশী আর রাম, নৃসিংহ বরাহ, কূর্মাদি অবতারগণ শ্রীহরির অংশ। রসগত বিচার, লীলাগত ও শক্তিগত বিচারে শ্রীহরিই পূর্ণতম তত্ত্ব। সেই শ্রীহরির তিনটি প্রকাশ—'ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে'। শ্রীহরির অঙ্গকান্তিকেই জ্ঞানীগণ ব্রহ্ম বলে থাকেন। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, নির্লীল, নির্বিশেষ ও নিরাকার। পরমাত্মারূপে ব্রহ্মান্ডের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে বিরাজমান। যোগীগণ পরমাত্মার সাধন করে তাঁর দর্শন পান। পরমাত্মা শ্রীহরির আংশিক প্রকাশমাত্র। ভগবান শ্রীহরি পূর্ণতম প্রকাশ। নবঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপে উদিত এবং শ্রীরাধাবল্লভ—তিনি সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কিন্তু মধ্যমাকারে প্রপঞ্চে আমাদের সামনে বিগ্রহরূপে আবির্ভূত।

''প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন।''

(চৈঃ চঃ মঃ ৫।৯৬)

লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী এই চারটি বিশেষ গুণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে বর্তমান যা অন্যান্য অংশ, কলা, অবতারগণের মধ্যেও নেই। তাই তিনি পরমতত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।' এ সম্বন্ধে ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে এ ব্যাপারে।

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরো
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কিছু কথা

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু উচ্চকূলে (ব্রাহ্মণকূলে) আবির্ভূত হয়েও বিষ্ণু নির্মাল্য দ্বারা শ্রাদ্ধ কার্য করেছিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধপাত্র যবন কুলোদ্ভুত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের পূজ্য জ্ঞানে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আবার সেই অদ্বৈত প্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমন ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের স্মৃতি শাস্ত্রের আনুগত্যে কুশপুত্তলিকা নির্মাণ করে প্রেতশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে অদ্বৈতাচার্য প্রচারিত পারমার্থিক ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলেছেন—

কেহ ত' আচার্যের আজ্ঞায় কেহ ত' পরতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র॥
আচার্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত' অসার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৯-১০)

সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে কুরুবংশীয় একজন বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ নির্মাল্য দ্বারা পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তি বিধান করেছিলেন। বর্ণাশ্রমে আশ্রিত বৈষ্ণবগণের এরূপ মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণব শ্রাদ্ধবিধির প্রচলন আছে। এ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধেদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হলে সর্বপ্রথমে ভগবানকে অন্ন নিবেদন করবে এবং ভগবৎ মহাপ্রসাদ দ্বারাই ভগবদ্ভক্ত শ্রাদ্ধ কার্য করবেন। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

বিষ্ণু নিবেদিত মহাপ্রসাদ দ্বারাই শিবাদি দেবতাগণের আরাধনা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করলে তা অক্ষয় ফল প্রদান করে থাকে। স্কন্দপুরাণেও ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে দেখা যায়—যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ভক্তিসহকারে কেশবের পূজা করেন তার গয়া শ্রাদ্ধাদি বা বহু পিণ্ডদানের প্রয়োজন কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যার উদ্দেশ্যে শ্রীহরির পূজা করা হয় তাকে নরক যন্ত্রণা হতে উদ্ধার করে পরম পদে আনা হয়। হে নারদ! যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করে হরির স্থান প্রদান করেন পিতৃগণের সম্বন্ধে যা কিছু কর্ত্তব্য হতে পারে সে সমস্তই তার দ্বারা আচরিত হয়েছে। বিষ্ণুধর্মে বলা হয়েছে—

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্র-ভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ॥

প্রথমতঃ ভোজ্যের অগ্রভাগ ভগবানকে না দিয়ে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কিছু দিতে নেই তা করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন করানো উচিত। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁর উপদেশামৃত গ্রন্থে ৪র্থ শ্লোকে ''ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে'' শ্রাদ্ধের দ্বারা বৈষ্ণবগণকে ভোজন করানো ও তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাকে প্রীতির ছয়টি লক্ষণের মধ্যে অন্যতম বলে উপদেশ করেছেন। তাঁর দ্বারা বৈষ্ণব সঙ্গ ও তৎফলে ভক্তিবৃদ্ধি হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ধৃত স্কান্দবচনে উল্লেখিত আছে—যে সকল বিষয় অন্ধ ব্যক্তি বৈষ্ণবের ব্যবহারিক দুঃখ দেখে বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে বিপ্র কৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গ্রাস পরিমিত অন্ন ভোজন ও গণ্ডুষ প্রমাণ জল পান করলে সেই অন্ন সুমেরুসদৃশ এবং সেই জল সমুদ্র তুল্য হয়। নারদপুরাণে উক্ত আছে—হরির উদ্দেশ্যে পিতৃশেষ দ্রব্য অর্পণ করলে দাতার পিতৃগণকে রেতঃপাত করিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বিষ্ণুধর্মে লিখিত আছে যে, শ্রীহরির অবশেষ পরমান্ন পিতৃগণকে প্রদান করলে তা অক্ষয় হয়, কিন্তু কখনও ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ও সদ্‌গুরু শ্রীহরিকে পিতৃগণের শেষ প্রদান করতে নাই। কি দক্ষ, কি পিতৃবর্গ, কি ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর। এরূপে কৃত্য সমাপন পূর্বক সর্বাগ্রে বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করে দিয়ে বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু প্রহ্লাদ পাঞ্চরাত্রের বাক্য উদ্ধার পূর্বক বলছেন—

''স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥''

যারা কর্মজড় স্মার্ত্ত অর্থাৎ কর্ম ফলাসক্ত হয়ে প্রেতশ্রাদ্ধাদিতে আসক্ত ঐ সকল জড়প্রায় লোকগণকে (বিষ্ঠাতুল্য) অনিবেদিত দ্রব্য অথবা অর্থাদি দিয়ে বঞ্চনা করে

বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নিবেদিত পরমোপাদেয় বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। কর্মজড় স্মার্ত্তগণ অর্থলোলুপ অর্থাৎ অর্থের জন্যই তাদের শ্রাদ্ধাদি কার্যে উৎসাহ। সুতরাং ঐ সকল কর্মজড় বিপ্রগণকে 'ভোগা' দেওয়া কর্ত্তব্য।

কর্মজড়স্মার্ত্তগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীতে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত কিন্তু ভগবৎ ভক্তগণের শ্রীএকাদশী তিথিতে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁরা (ভক্তগণ) একাদশী তিথিতে পিতৃগণকে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করে স্বগণসহিত নরকের পথের পথিক হন না। শ্রীনারায়নে কোন অমেধ্য দ্রব্য (মাছ, মাংস) নিবেদিত হতে পারে না। সুতরাং ভগবৎ ভক্তগণ রক্তমাংসময় শরীরের দ্বারা পিতৃপুরুষগণের সন্তোষবিধানে যত্ন করেন না। বৈষ্ণবগণ উপাধির শ্রাদ্ধ করেন না, আত্মার শ্রাদ্ধ করে থাকেন, ভূত পিশাচাদির শ্রাদ্ধ করেন না—নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রাদ্ধ করেন। ভগবৎ ভক্তগণ নির্গুণ স্বভাব সম্পন্ন। তাঁরা পিশাচী শ্রাদ্ধের কোনও মতে পক্ষপাতী নন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজকাল বৈষ্ণব নামধারী ব্যক্তিগণও আসুর সমাজের করাল কবলে নিগৃহীত হবার ভয়ে নরকের উদ্দেশ্যে প্রেত শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হয়ে পড়েছেন। আজকাল পুরোহিতগণ পুরের হিত না করে অহিত আচরণ করছেন। কেউ সৎ সাহসের সঙ্গে যদি বৈষ্ণব শাস্ত্রবিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করতে উদ্যত হন, অমনি তার পুরোহিত, ভাই, বন্ধু, সমাজ সকলেই তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন, তাকে একঘরে করে দেন। ধর্মের এরূপ ব্যভিচার দর্শনে গৌরনিজজন পরদুঃখে দুঃখী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাণ একদিন কেঁদে উঠেছিল। তিনি বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ প্রচলনের বহু চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর কৃপায় গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক 'সৎক্রিয়াসার পদ্ধতি' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে উল্লেখিত আছে। সুতরাং বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব বাসর তিথি উপস্থিত হলে শুদ্ধ বৈষ্ণব সহ হরিনাম কীর্ত্তন ও ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারা মহোৎসব করবেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের বৈকুণ্ঠ বিজয় মহোৎসবে পুরীতে নগরে নগরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করেছিলেন এবং স্বয়ং সিংহদ্বারে পসারীদের নিকট হতে শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে ভক্তগণসহ হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব করেছিলেন।

বর্ত্তমানে কর্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তশ্রাদ্ধ ও পঞ্চরাত্রপর বৈষ্ণব শ্রাদ্ধের মধ্যে মতভেদ নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সেই উদ্দেশ্যে এই দুই শ্রাদ্ধের বিষয়ে তুলনামুলক কিছু কথা নিম্নে উল্লেখ করলাম।

স্মার্ত্তপথাবলম্বনে শ্রাদ্ধ	বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধ
১। আমিষ অন্নেই শ্রাদ্ধক্রিয়া।	১। মহাপ্রসাদ গ্রহণের দ্বারা আত্মার প্রীতিবিধান।
২। আত্মার প্রেতযোনী লাভ হয়।	২। আত্মার প্রেতযোনী লাভ হয় না।
৩। প্রেতক্রিয়ার প্রয়োজন আছে।	৩। প্রেত ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই।
৪। একাদশীতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।	৪। একাদশীতে পিতৃগণ পাপান্ন গ্রহণ করেন না, সুতরাং দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।
৫। বিধবানারী বা শুদ্ধব্রাহ্মণগণকেও বোড়ামাছ জ্ঞানে পোড়া কলা অর্পণ।	৫। মহাপ্রসাদ অন্নই নিবেদনের বিধান।
৬। বিষ্ণুপূজা মুখ্য অঙ্গ নয়, আবরণ দেবতা মাত্র।	৬। বিষ্ণু পূজাই মুখ্যাঙ্গ।
৭। সপিণ্ডকরণের পর প্রেতত্ব খণ্ডন হয়।	৭। প্রেতত্ব না হওয়ায় সপিণ্ডকরণের প্রয়োজন নাই। প্রতি বছর তিরোভাব তিথিতে ভগবৎ প্রসাদান্ন নিবেদন ও মহোৎসবের প্রয়োজন।
৮। স্বর্গ ভোগ কামনা নিয়ে শ্রাদ্ধ করা হয়।	৮। শ্রীকৃষ্ণদাস কামনা নিয়ে শ্রাদ্ধ করা হয়।
৯। প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান না করলে শ্রাদ্ধ হয় না।	৯। পিতৃগণের প্রীতির জন্য শ্রীভগবৎ পূজাতেই শ্রাদ্ধ হয়।
১০। প্রেতক্রিয়ার সময় ভগবানকে আড়ালে রাখতে হয়।	১০। আদি হতে অন্ত পর্যন্ত বিষ্ণুর সান্নিধ্যেই করা হয়।

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাতদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষিকেশ মহারাজ, অধ্যক্ষ, গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থবিভাগ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

নিষ্কপট মতি বৈষ্ণবের প্রতি
এই ধর্ম কবে পাবো।

(ভজন-লালসা)

আরও বলেছেন, কারো যদি অসৎসঙ্গ থাকে তাহলে লক্ষ লক্ষ ভজন প্রচেষ্টা থাকলেও ভক্তিতে এগোতে পারবে না। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি—'ততো দুঃসঙ্গম্ উৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্' (ভাঃ ১১।২৬।২৬)। নিজেকে দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখবে।

নামপরাধ দশ প্রকার এবং ছয় প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ। নামাপরাধের মধ্যে 'সাধুনিন্দা' আর শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের ভাষায় 'নামার্থবাদ কল্পনা' এই দুইটি মারাত্মক। আর ছয় প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ হলো বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, ক্রোধ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দিত না হওয়া। ভক্তি সাধক মালী এ সকল অপরাধ হতে নিজেকে সাবধান রাখবেন।

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন।'
লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৮)

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬১)

ভক্তিসাধক মালীর আরেকটি বাধা এসে উপস্থিত হতে পারে সেটা লতার অঙ্গে উপশাখা। অসংখ্য উপশাখা আছে তার কোন একটি বা একাধিক যদি অঙ্কুরিত হয়ে মূল ভক্তি লতার অঙ্গে জড়িয়ে যায় তাহলে ভক্তিলতার বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়। ভোগ বাঞ্ছা অর্থাৎ নিজ ইন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা। মুক্তি বাঞ্ছা সাধকের সর্বস্ব গিলে খায়।

''তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯০)

নিষিদ্ধাচার মানে ভক্তির প্রতিকূল আচার, কপটতা এবং ভক্তিরাজ্যে কোন জীবকে কৃষ্ণোমুখ না করা, অপরকে ভজনে সাহায্য না করা।

এছাড়াও জাগতিক লাভ, সম্মান ও যশপ্রতিষ্ঠাও উপশাখা। তাই ভক্তিসাধক মালী প্রথমেই সাবধান হবেন এবং উপশাখার থেকে ভক্তিলতাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। সাধকের হৃদয়ে যাতে উপশাখা বাসা না বাঁধে তার জন্য তিনি নিজের মনকে প্রহার করবেন আর নিত্য বৈষ্ণব সঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন সেবা করবেন। গুরু বৈষ্ণবের তোষণ পর বৃত্তি নিয়ে নিষ্কপট ভাবে নিরলস সেবার দ্বারা ভক্তি লতা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। তবে মূল শাখা বৃদ্ধি পেয়ে 'বৃন্দাবন' অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা বিলাসের স্থানে পৌঁছবে। যেখানে বিলাসী কৃষ্ণের সেবার আনন্দ, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের অবস্থান সেটাই বৃন্দাবন।

'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬২-১৬৩)

''বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মতো প্রীতি হোক চরণে তোমার ॥

(ভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ শ্রীশিক্ষাষ্টক)

বদ্ধ জীব আমাদের সে স্বগত প্রীতি, নিজ শরীর এবং শরীর সম্বন্ধীয় প্রেমটা যখন সম্পূর্ণ রূপ মানে একশো শতাংশ শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত হয় তখন প্রেমফল লাভ হয় বলে। প্রেমফল একটা রস। কৃষ্ণচরণের সেবা আনন্দ রস কৃষ্ণ পাদপদ্মের সেবা লাভ করে।

এইত পরমফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৪)

কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবানন্দ রস জীবের পরম বা শ্রেষ্ঠ

প্রাপ্তি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের কাছে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর ও অগ্রাহ্য। শ্রীজীব গোস্বামীপাদের ভাষায় চরমতম পুরুষার্থ।

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু ॥
অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম'।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই 'শুদ্ধভক্তি'—ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥১৬৯ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮-১৬৯)

শুদ্ধভক্তি যাজনকারী সাধকের লক্ষণ দুইটি। একটি স্বরূপ লক্ষণ অপরটি তটস্থ লক্ষণ। ভুক্তি মুক্তি বাসনা, যোষিৎসঙ্গাদিরূপ ভক্তির প্রতিকূল কার্য, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবদেবীর পূজা, ব্রহ্মজ্ঞান ও নিজ ইন্দ্রিয় সুখের চেষ্টা থেকে রহিত হয়ে সাধক শুদ্ধভক্তি করবেন। এগুলো স্বরূপ লক্ষণ। আর সর্বদা ইষ্টের সুখচিন্তায় নিজেকে লাগিয়ে রাখা সাধকের তটস্থ লক্ষণ। এই দুই প্রকার গুণ শুদ্ধ সাধকের মধ্যে দেখা যায়।

''শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার স্বরূপ লক্ষণ।
'তটস্থ' লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥''

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল সেচন স্বরূপ লক্ষণ হয় না যদি না সেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ক্রিয়ায় কৃষ্ণসুখানুসন্ধান বৃত্তি প্রবেশ না করে। সমাশয় স্নিগ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গে সেবা করতে করতে অন্যবাঞ্ছা, অন্য পূজা, জ্ঞানকর্মরূপ অন্যাভিলাষ দূর হয়। এই শুদ্ধভক্তি যিনি করবেন তিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবেন। মহাপ্রভু খুব সরলভাবে শ্রীলরূপগোস্বামীকে লক্ষ্য করে বদ্ধ জীবের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছেন। ❑

প্রচার প্রসঙ্গ

(শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের উড়িষ্যায় প্রচার)

গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ উড়িষ্যায় প্রচার উদ্দেশ্যে গত ১৮ই জুন, মঙ্গলবার ২০১৯ কলকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হতে বৈকাল ৩ ঘটিকায় বের হয়ে উড়িষ্যার রেমুণা শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে রাত্রি ৮ ঘটিকায় পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, শ্রীপ্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্বাদল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমন দাস। রেমুণা মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি বোধায়ন মহারাজ ও মঠবাসী সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরকে ফুল, মালা ও আরতি দ্বারা বরণ করেন।

পরদিন ১৯ শে জুন, বুধবার সকালে মঙ্গলারতি, পরিক্রমাদি অন্তে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আরতি ও বৈঠকী কীর্ত্তন হয়। তথায় শ্রীল গুরুদেব প্রতিদিন সকাল ও বৈকালে ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে 'শ্রীগৌড়ীয় দর্শনের' উপর ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা করেন। ২০ শে জুন, বৃহস্পতিবার শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তথায় শ্রীগুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী অন্যান্য স্থানীয় গৃহস্থভক্তগণ। শ্রীল গুরুদেবের পূজা ও আরতি অন্তে প্রায় ৫০০ ভক্তমণ্ডলী প্রসাদ গ্রহণ করেন। উক্ত দুই দিবস শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ তথায় রাত্রে দশমূল শিক্ষা সম্বন্ধে ক্লাস করেন।

২১ শে জুন, শুক্রবার সকালে বাল্য ভোগের প্রসাদ সেবনের পর স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর সকাল ৯ টায় রায়পাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বেলা ১২ টায় তথায় শুভবিজয় করেন। তথায় শ্রীবিজয় দাসাধিকারী ভক্ত মহাশয়ের গৃহে অবস্থান ও প্রসাদ সেবন করা হয়। তথা হতে প্রায় ৬ কিমি দূরে বৈকুণ্ঠপুরে এক ভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সর্বপ্রথম ভাষণে শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের ''স বৈ পুংসাং পরোধর্ম যতো ভক্তিঃ অধোক্ষজে'' শ্লোকের উপর ভিত্তি করে বলেন ভাগবত ধর্ম যাজনের দ্বারা আত্মার পরাশান্তি লাভ হয়। শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ উড়িষ্যা ভাষায় সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যের কথা বর্ণন করেন। রায়পাড়া নিবাসী শ্রীবিরিঞ্চি নারায়ণ দাসাধিকারী সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে স্বল্প ভাষণ প্রদান করেন। সবশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ''এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে'' শ্লোকের অবলম্বনে সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে উড়িষ্যা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

২২ শে জুন, শনিবার সকাল ও দুপুরে শ্রীল গুরুগোস্বামী

ঠাকুর সকল ভক্তগণকে নিয়ে''গৌড়ীয় দর্শন'' সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা করেন।

২৩ শে জুন, রবিবার রায়পাড়া থেকে দুপুরে প্রসাদ সেবনের পর উড়িষায় কটক সচ্চিদানন্দ মঠে বৈকাল ৪ ঘটিকায় পৌছান। মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিআশয় অকিঞ্চন মহারাজ স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরকে ফুল, মালা ও আরতি কীর্ত্তনের দ্বারা আপ্যায়ন করেন।

২৫ শে জুন, মঙ্গলবার বৈকালে স্থানীয় রঘুনাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত ভাগবত ধর্মসভায় মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ মহাজন পদাবলী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত কীর্ত্তনাদি পরিবেশন করেন। ধর্মসভায় সর্বপ্রথম ভাষণ প্রদান করেন শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ। তিনি কলিযুগের স্বরূপ, যুগধর্ম নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে কলিযুগে শ্রবণ ও কীর্ত্তন সহজ সাধন ব্যাখ্যা করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ''নৃদেহমাদ্যং সুলভং'' শ্লোকের মাধ্যমে মানবজন্মের সার্থকতা হরিভজনে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় রঘুনাথ মন্দিরের সেবক শ্রীজগন্নাথের লীলাবলী কীর্ত্তন করে। সবশেষে কটক মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ অকিঞ্চন মহারাজ গৌড়ীয় মিশন ও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

২৬ শে জুন, কটক মঠে শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ, শ্রীপ্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিরিঞ্চি নারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাদিকারী (রেমুনা), শ্রীঋতু দাসাদিকারী ও অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা গৃহস্থ ভক্তগণ। সবশেষে শ্রীল গুরুদেব প্রত্যাভিভাষণ প্রদান করেন। পরে শ্রীগুরুদেবের আরতি অন্তে প্রায় ৫০০ ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিন শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের বৈঠকী কীর্ত্তনের পর স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুদেব সকাল ৪.৩০ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ ধাম পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন।

রথযাত্রার বিবরণ

সংগ্রাহক—শ্রীমতী কমলা দাসী, কলকাতা

সবারে কহিল প্রভু প্রত্যহ আসিয়া
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥

আজও গৌড়ীয় মিশনের গুরুপরম্পরায় আগত আচার্যগণ মহাপ্রভুর বাণীকে বাস্তবায়িত করছেন। গৌড়ীয় মিশনের আচার্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতি এবং আনুগত্যে মিশনের অন্যতম শাখা পুরীধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে গত ২৯শে জুন, ২০১৯ শনিবার একাদশী তিথি হতে ৪ঠা জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব তথা শ্রীজগন্নাথ বলদেব সুভদ্রাজীউর রথযাত্রা মহোৎসব সুচারুরূপে মহাসমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

১ম দিন পরিক্রমা—এই উপলক্ষ্যে ২৯শে জুন ২০১৯, শ্রীমঠে যথারীতি উষাকীর্তন, শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ এবং শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীগুরুবর্গের এবং প্রকটাচার্যের আরতি অন্তে শ্রীগুরুদেবের ভজনকুটিরে মহাজন পদাবলী, ভক্তিবিনোদ গীতি ও গোস্বামীপাদের কীর্তনান্তে সাধকগণকে প্রাণবন্ত করবার উদ্দেশ্যে কৃপাপূর্বক গুরুদেব হরিকথা বলেন। সকাল ৮.৩০ মিনিটে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরভারত, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি স্থান হতে আগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তগণের সমাবেশে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হতে কীর্তন করতে করতে গুরুদেবের অনুগমনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পথে শ্রীযমেশ্বর শিব ও শ্রীকপালমোচন শিবের কৃপা প্রার্থনা করে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে উপনীত হন। তথায় গরুড় স্তম্ভের নিকট শ্রীপতিত পাবনের উদ্দেশ্যে দন্ডবৎ প্রণামান্তে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশে পরিক্রমা শুরু হয়। ''নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায়'', ''নগরে নগরে গোরা গায়'', 'শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্', 'শ্রীব্রজরাজ সুতাষ্টকম্', 'হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ', 'নারদ মুনি বাজায় বীণা' আদি কীর্তন সহযোগে চারবার মন্দির পরিক্রমান্তে মঠে ফিরে আসা হয়।

ঐদিন বেলা ৪ ঘটিকায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব, শ্রীগুরুবর্গের কৃপাশীর্বাদ গ্রহনান্তে সকলকে সমবেত করে সংকীর্তন সহযোগে সাতাসন ভক্তিকুঠি, জগদানন্দের গৃহ দর্শন করে তথায় গিরিধারীর মন্দির প্রাঙ্গণে স্থান মাহাত্ম্য কীর্তন করেন মুম্বাই মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ, পরে শ্রীল গুরুদেব ঐ স্থানের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে ক্ষেত্রধাম

পরিক্রমা কীর্তন সহযোগে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে প্রবেশ করেন। তথায় নৃত্য, কীর্তন ও পরিক্রমার পর সমুদ্র দর্শন ও স্পর্শ লাভের আশায় ''শ্রীক্ষেত্রধাম জয় নীলাচল-পুরী। সমুদ্র মহাতীর্থ হৈল পাদধৌত করি ॥'', এই কীর্তন দ্বারা উল্লসিত হৃদয়ে সমুদ্রের তীরদেশে সকলে উপনীত হন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দেশে ভক্তিবিনোদ গীতি, গোস্বামীপাদের রচিত কীর্তন ও মহাজন পদাবলী থেকে কিছু কীর্তন করে সন্ধ্যায় মঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়। সন্ধ্যায় গুরুবর্গের আরতির অন্তে বিগ্রহের সন্ধ্যারতি হয়। বৈষ্ণবগণ সুমধুর নৃত্য কীর্তনের দ্বারা গৌর গদাধর বিনোদ মাধব জীউয়ের নয়নেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধানে সচেষ্ট হন। তৎপরে শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করেন।

২য় দিন পরিক্রমাঃ—পূর্বদিনের ন্যায় ভোর ৩টা হতে উষাকীর্তন পাঠ আরতি, পরিক্রমান্তে গুরুবর্গের আরতি হয়। বর্তমান গুরুদেবের ভজন কুটিরে কিছু কীর্তন হয় এবং পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব হরিকথা কীর্তন করেন। মহামন্ত্রের দ্বারা এই পর্বের সমাপ্তি ঘটিয়ে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। পারণান্তে শ্রীল গুরুদেব সকল বৈষ্ণব ও ভক্তগণকে নিয়ে 'গম্ভীরা' অভিমুখে রওনা দেন। তথায় গুরুদেবের আদেশানুসারে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোরা শচীর দুলাল' কীর্তনটি পরিবেশিত হয় ব্রহ্মচারীগণের উদ্দাম নৃত্য সহযোগে। পরে শ্রীল গুরুদেব তথায় আরতি করে সার্বভৌম গৃহাভিমুখে রওনা দেন। ভক্তগণ ''সার্বভৌম গৃহে প্রভু ভঙ্গী করি আইলা ষড়্ভুজরূপে প্রভু উঠি দন্ডাইলা'', কীর্তন করতে করতে গমন করেন। তথায় শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম ঘরে কীর্তন পরিবেশিত হয়। শেষে সিদ্ধ বকুল দর্শনে যাত্রা করা হয়। শ্রীল গুরুদেব আরতি করেন। পরে সুন্দর ভাবে নৃত্য কীর্তন দ্বারা ধামপ্রভুর আনন্দবিধান করে প্রথমে শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ পরে শ্রীল গুরুদেব হরিদাস ঠাকুর ও সিদ্ধবকুলের মহিমা কীর্তনান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ ও অল্প সময় বিশ্রামান্তে শ্রীল গুরুদেব সকলকে নিয়ে কীর্তন সহযোগে পরমানন্দ পুরী কূপের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ভক্তগণ তথায় কূপের জল স্পর্শ ও পান করে নৃত্য কীর্তন করেন। শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য পরমারাধ্যতম শ্রীল সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ বলেন—

''পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২।৭৮)

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের পশ্চিমদিকে পরমানন্দ পুরী গোস্বামীর মঠ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য পরমানন্দ পুরীপাদকে মহাপ্রভু গুরুতুল্য জ্ঞান করতেন। তার সেবার সহায়তার জন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কূপে গঙ্গার প্রবেশ ঘটান। গৌড়ীয় ভক্তগণ বৎসরান্তে একবার এই কূপ দর্শন ও প্রণাম করতে উপস্থিত হন। মহামন্ত্র দ্বারা তথায় সমাপ্তি ঘটান।

''পরমানন্দ-পুরী কূপ সর্বতীর্থ ময়।
চক্রতীর্থে ক্ষেত্রযাত্রী দর্শনেতে যায়''॥

কীর্তন সহযোগে পরিক্রমা পার্টি মঠাভিমুখে রওনা দেন।

৩য় দিন পরিক্রমা—পূর্বদিনের ন্যায় একই নিয়মে উষাকাল হতে শ্রীগুরুদেবের আরতি কীর্তন, হরিকথা পর্যন্ত সমাধা হয়ে বাল্যভোগের প্রসাদ পেয়ে সকাল ১০টায় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম আলালনাথ অভিমুখে car যোগে রওনা হন। বৈষ্ণবগণ ও ভক্তগণ auto যোগে তাঁর অনুসরণ করেন। সংকীর্তন সহযোগে আলালনাথ দেব দর্শন করে মহাপ্রভুর চিহ্নিত গলিত প্রস্তর খণ্ড স্পর্শ ও দণ্ডবতান্তে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তি প্রসূন সাধু মহারাজ স্থানীয় ভক্তগণসহ মহাসমারোহে শ্রীল গুরুদেবকে অভ্যর্থনা জানান এবং গুরুপূজার আয়োজন করেন। শ্রীলগুরুদেব যথাবিধি অনুসারে শ্রীবিগ্রহ দর্শন আরতি ও পরিক্রমা করে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হন। মাল্যদানাদির দ্বারা প্রকটাচার্যকে বিভূষিত করে গুরুপূজা শুরু করেন। এলাহাবাদের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তি আচার অবধূত মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন সাধু মহারাজ প্রকটাচার্যের মহিমা কীর্তন করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব তৎপরে ভাষণ দেন। তিনি বলেন—''সত্যযুগে ব্রহ্মা তপস্যা করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম ব্রহ্মগিরি। শ্রীল প্রভুপাদ সেই স্থানেই ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন।'' শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের অদর্শনজনিত দুঃখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আলালনাথে বিপ্রলম্ভ ভাবে আবিষ্ট হয়ে দুই সপ্তাহকাল অবস্থান করতেন। রাধাভাব ও দ্যুতি নিয়ে রাধাভাবের অনুশীলন ও বিপ্রলম্ভ লীলার স্থান

শ্রীক্ষেত্র। দীর্ঘ বার বৎসর রাধা প্রেমের আস্বাদন তারই একটা ক্ষুদ্র প্রকাশ এই আলালনাথ। বিরহোন্মাদ দশায় অবস্থান কালে অর্থাৎ রাধাপ্রেমে শিলা বা প্রস্তর পর্যন্ত বিগলিত হয় আলালনাথ দেবের মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম কালে পাষাণ পর্যন্ত বিগলিত হওয়ার নিদর্শন আজও জাজ্বল্যমান। শ্রীল গুরুদেব গদ্‌গদ ভাবে আরও বললেন—''প্রভুর চরণে আমার হৃদয়ে তো একটুও প্রেম হল না, খেদ দৈন্য হল না। এটাই ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠে এসে অনুভব হল।''

মহাপ্রভু আমাদের কাঁদতে শেখাচ্ছেন কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য। শ্রীক্ষেত্রধাম মহাপ্রভুর অশ্রুসিক্ত স্থান, এখানে আমাদের একমাত্র কামনা যে প্রভু আমার হৃদয়ে কৃষ্ণ অপ্রাপ্তির খেদ, অশ্রু দান করুন।'' গুরুপূজা সমাপ্তির পর শ্রীগৌড়ীয় নাথ—গোপী গোপীনাথের মধ্যাহ্নকালীন ভোগারতির শেষে মহাপ্রসাদ সেবন করে ভক্তমণ্ডলী পুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

৪র্থ দিন পরিক্রমা—পূর্বরীতি অনুসারে যথাক্রমে শ্রীল গুরুদেবের ভজন কুটিরে কীর্তনাদি সমাপ্তির পর সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে নাট্যমন্দিরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১০৫তম বিরহ তিথি এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি বাসরে আয়োজিত সভায় প্রথমে কীর্তন দ্বারা সভা শুরু হয়। প্রথমে শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীলভক্তি বিনোদ ঠাকুরের মহিমা ও অবদান বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ঠাকুরের প্রসঙ্গ আলোকপাত করেন। অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ঠাকুরের বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন—''শ্রীল গদাধর পণ্ডিত হলেন রাধারানীর অবতার। শ্রীগৌরের চরণে যদি প্রেম সিদ্ধ না হয় তাহলে শ্রীগোপীনাথের প্রেম সিদ্ধ হয় না। এটাই ভজনের নিগূঢ় রহস্য। রাধাগোবিন্দের সেবা উচ্চমার্গের সেবা। গৌর গদাধরের সেবা বা ভজন অনর্থ গ্রস্থ জীবের জন্য। ক্রমশঃ সাধকের উন্নতি ঘটলে যুগল ভজনের অধিকার জন্মাবে। এই বিষয় সাধককে সতর্ক থাকা উচিত।'' পরে কীর্তনান্তে সভার সমাপ্তি ঘটে।

উক্ত দিবসে অপরাহ্নকালে পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রীল গুরুবর্গের কৃপার্শীবাদ প্রার্থনা পূর্বক ভক্তগণের সঙ্গে কীর্তন করতে করতে জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে শ্রী পতিত পাবন এবং শ্রীনারায়ণ ছাতায় জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের জন্মস্থানে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে প্রবেশ করেন। শ্রীল গুরুদেব আরতি করেন। পরে নৃত্য কীর্তন হয়। সবশেষে শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ স্থান মহিমা প্রসঙ্গে বলেন—'অতীব মনোরম স্থানটি রামানন্দ রায়ের ভজনের স্থান। মহাপ্রভু প্রদ্যুম্নমিশ্রকে রামানন্দ রায়ের নিকট কৃষ্ণ কথা শোনার জন্য প্রেরণ করেন। প্রথমদিন তিনি দেবদাসীদ্বয়কে নাটক অভিনয় শিক্ষা দিতে ব্যস্ত থাকায় হরিকথা বলার সময় পান নি। পরদিন পুনরায় মিশ্র তথায় যান এবং কৃষ্ণকথা শুনে অতীব আনন্দ লাভ করেন। এছাড়াও ঐ স্থানে রথযাত্রাকালে মহাপ্রভু নৃত্য কীর্তনে পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণের অভিনয় কালে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহন করেছিলেন এবং গোপীগীতের কীর্তনকালে ''তব কথামৃতং তপ্তজীবনম'—এই শ্লোক পাঠ করছিলেন যখন মহাপ্রভু রাজাকে কৃপা করে আলিঙ্গন দান করেন। তৎপরে শ্রীল গুরুদেব সংক্ষেপে ভাষণ দেন। তিনি বলেন রসরাজ মহাভাবের প্রকাশ তিনি রামানন্দের নিকট করেছিলেন।

সকলে মিলে কীর্তন সহযোগে নরেন্দ্র সরোবর দর্শনে যাওয়া হয়। সরোবরের তীরে বসে মহাপ্রভুর মহিমা সূচক দুটি কীর্তন দ্বারা মহাপ্রভুর লীলাকে সকলের স্মরণ পথে পুনরায় জাগরিত করে মন্দিরের পথে রওনা হয়ে টোটা গোপীনাথ দর্শন করে শ্রীগুরুদেব গোপীনাথ ও বলভদ্রকে আরতি ও কীর্তন দ্বারা নিরাজিত করে সন্ধ্যারতির পূর্বে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

৫ম দিন পরিক্রমা—উষাকীর্তন কালেই ভক্তগণের চিত্তের উল্লাস ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল। আরতি পরিক্রমান্তে গুরুবর্গের আরতি হয়। কীর্তনান্তে গুরুদেব সকলের হৃদয়কে উচ্ছলিত করে কায় মন বাক্যে মার্জন কার্যে যোগ দেবার জন্য বলেন—গৌড়ীয় দর্শন কি? কেন এই বিপুল সেবার ব্যবস্থা। আমরা কিভাবে এতে অংশ গ্রহণ করতে পারব সেই সম্পর্কে সজাগ করে দেন।

গৌর প্রেমে সিক্ত হবার পূর্বে নিত্যানন্দের আরাধনা। এটা গৌড়ীয় রীতি। তাঁর কৃপা ব্যতীত অযোগ্য অনর্থযুক্ত সাধক কোন ভাবেই ভজনে প্রবেশ করতে পারে না। তাই গৌড়ীয় গুরুবর্গ অশেষ কৃপা করে এইদিন গুরুপূজার আয়োজন করে তাঁর চরণে নিজেদের সমর্পন করার একটা বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। সকাল ১০টার সময় মহাসমারোহে গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবগণ ও ভক্তগণ মনোযোগের সঙ্গে তাঁর মহিমা কীর্তন ও শ্রবণ করেন।

শুভ রথযাত্রার প্রাক্কালে পুরুষোত্তম মঠে শ্রীল গুরুদেব সহ ভক্তগণ

বেলা দুটার সময় গুণ্ডিচার পথে গুরুদেবের পিছুপিছু রওনা দেওয়া হয়। ভক্তগণ বালতি ও ঝাড়ু সহ উল্লাসের সঙ্গে কীর্তনমুখে গুরুদেবের অনুগমনে ব্রতী হন। গুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ চৈতন্য চরিতামৃত থেকে মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা মার্জন লীলা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীল গুরুদেব বলেন—আমরা পাপ মলিন চিত্তে রাই কানুর সেবাতে প্রকৃত ব্রতী হতে পারি না। তাই মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও ভক্তভাব অঙ্গীকার করে নিজে আচরণ করে শিক্ষাষ্টক শিক্ষা দিলেন। চিত্তরূপ দর্পণকে পরিমার্জিত করার একটি অভিনব আবিষ্কার এই গুণ্ডিচা মার্জন। শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরু বৈষ্ণবগণের অনুগমন করলে ও তাঁদের আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে পারলে নিশ্চয় আমরা এই উপকার অনুভব করতে পারব।

পরে দুটি কীর্তন পার্টি তৈরী হয়। নেতৃত্ব দেন কটকের প্রহ্লাদ প্রভু অপরটি গুরুসেবক প্রদ্যুম্ন প্রভু। মহাসমারোহে উল্লাসের সঙ্গে সুনিপুনতার দ্বারা গুণ্ডিচা মার্জন শেষ করা হয়। তৎপরে নৃসিংহ মন্দিরে প্রবেশ ও তথায় দর্শন ও মার্জন কার্যের সমাপ্তি ঘটিয়ে ইন্দ্রদুম্ন্য সরোবারে ভক্তগণ বিশ্রাম করে রাত্রি ৮টার মধ্যে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

৬ষ্ঠ দিন পরিক্রমা—৪ঠা জুলাই, ২০১৯—ভক্তগণের দীর্ঘ এক বৎসর কাল প্রতীক্ষার পর আসে এই শুভ রথযাত্রার দিনটি। নিজের প্রাণনাথকে নিয়ে বৃন্দাবনে রাধারাণীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য অসীম আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে ভক্তগণ প্রতীক্ষায়মান ও এর প্রস্তুতি ও স্ফুর্তি ঊষাকাল হতেই সকলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে সুউচ্চ কীর্তনধ্বনিতে। বসুন্ধরা নতুন সাজে সজ্জিত হন ভক্ত ভগবানের নিগূঢ় লীলার সহায়তার জন্য। সূর্যদেব তেজরাশিকে সংগোপন করে শীতল ছায়া দান করেন যাতে এই সুখকর মধুময় লীলায় বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।

গুরু বৈষ্ণবগণ দৈনন্দিনের ন্যায় আরতি, কীর্তন পরিক্রমান্তে শ্রীগুরুদেবের আরতি ও সম্মুখে নৃত্য কীর্তন সহযোগে ভক্তচিত্তকে আরো উল্লসিত করে তোলেন। সর্বপ্রকার সাধক হৃদয়রূপ ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করবার জন্য গুরুবর্গ ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাসের বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেয়ে গুরুদেবের অনুগমনে মহসমারোহে জয়যাত্রা শুরু হয়। পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূলে থাকাতে ভক্তগণ দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে পড়েন।

সেইত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু॥ (চৈঃ চঃ মঃ১।৫৫)

মহাপ্রভুর এই ভাবকে উৎকণ্ঠিত করে বহু নৃত্য কীর্তন স্তবস্তুতির মাধ্যমে প্রথমে বলদেব, সুভদ্রা ও শেষে জগন্নাথের দেবের সঙ্গে গুণ্ডিচা মন্দির পর্যন্ত বিপুল আনন্দ-উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহযোগে যাত্রা করে রাত্রি ৯টার সময় মঠে ফিরে আসেন। রথাযাত্রার দিন গুরুদেব বলেন—"জগন্নাথ ভোক্তা, দ্রষ্টা—আমি জগন্নাথকে দেখবো এচিন্তা না করে তাঁর সেবা করবে। সেবার দ্বারাই জগন্নাথের দৃষ্টিপাতের বিষয় বা তাঁর ভোগ্য হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।"

সমগ্র পরিক্রমাকে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করি তাহলে একটি কথায় হৃদয়ে বার বার ধ্বনিত হয়।

অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ (চৈঃ ভাঃ)

নির্যাণ

গৌড়ীয় মিশনের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ হরিদাস দাস ব্রহ্মচারী, গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা মুম্বাই মহানগরী স্থিত বান্দ্রা শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ০৪-০৭-২০১৯, তারিখে হরিস্মরণ রত অবস্থায় মিশনের সকল বৈষ্ণব বৃন্দকে বিরহ সাগরে নিমজ্জিত করে স্বধামে গমন করেন। তিনি ঝারিখণ্ড রাজ্যের রাচীনগর স্থিত কারেআডি গ্রামে শ্রীজ্ঞান মাহাত মহাশয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে তিনি শ্রী হেমসিং মাহাত নামে পরিচিত ছিলেন।

মিশনের পূর্বতন আচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের নিকট হতে হরিনাম দীক্ষা লাভ করে মঠের বিভিন্ন সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ বিংশতী বৎসর কালাবধি মিশনের বিভিন্ন শাখা মঠে রান্না করা, গো-সেবা, কীর্ত্তন, ভিক্ষা ও গ্রামে গ্রামে প্রচারাদি সর্বপ্রকার সেবা সম্পাদন করে সকল বৈষ্ণব বৃন্দের কৃপাভাজন হইয়াছিল।

তাঁহার নৈরন্তর্যময়ী সেবা বৃত্তি তথা ঐকান্তিক ভজন নিষ্ঠা সকল প্রকার সাধক বৃন্দের অনুসরণীয় বিষয় রূপে প্রতিভাত হইত। এই সল্প বয়সে এহেন নিষ্ঠাবান নিরলস সেবককে হারিয়ে মিশনের সকলেই আজ মর্মাহত।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচার কার্যাবলী—২০১৯

১।	২৮।০৮।২০১৯—১৯।০৯।২০১৯	মুম্বাই গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
২।	১৪।০৯।২০১৯—১৭।০৯।২০১৯	কলকাতা গৌড়ীয় মঠ
৩।	১৮।০৯।২০১৯—২৫।০৯।২০১৯	গোদ্রুম গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৪।	২৭।০৯।২০১৯—০১।১০।২০১৯	পাটনা গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৫।	০১।১০।২০১৯—০৫।১০।২০১৯	বারাণসী গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৬।	০৬।১০।২০১৯—১৫।১০।২০১৯	লক্ষ্মৌ গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৭।	১৬।১০।২০১৯—২৮।১০।২০১৯	সাধুসঙ্গে বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ড পরিক্রমা
৮।	২৯।১০।২০১৯—০১।১১।২০১৯	দিল্লী গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৯।	০২।১১।২০১৯—০৬।১১।২০১৯	এলাহাবাদ গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
১০।	০৭।১১।২০১৯—০৯।১১।২০১৯	মোগলসরাই গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
১১।	১০।১১।২০১৯—১২।১১।২০১৯	কলকাতা গৌড়ীয় মঠ
১২।	১৩।১১।২০১৯—১৭।১১।২০১৯	শিলিগুড়ি গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
১৩।	১৮।১১।২০১৯—২০।১১।২০১৯	দিনহাটা, ধূপগুড়ী, কোচবিহার প্রভৃতি
১৪।	২১।১১।২০১৯—২৬।১১।২০১৯	গুয়াহাটী গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ১০০তম

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ও শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীসারস্বত শ্রবণ সদনে অখিল লোকমঙ্গল বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব উপলক্ষে আগামী ৩রা ভাদ্র ১৪২৬, মঙ্গলবার (ইং ২০শে আগষ্ট, ২০১৯) গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের সর্বপ্রথম তথা ৬০তম বর্ষপূর্তি শুভ আবির্ভাব তিথি শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব এবং আগামী ২৫শে শ্রাবণ ১৪২৬, রবিবার (ইং ১১ই আগষ্ট, ২০১৯) হইতে ২৮শে ভাদ্র ১৪২৬, শনিবার (ইং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯) পর্য্যন্ত নিম্নে বর্ণিত মহোৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদগণের পতিত-পাবনী আবির্ভাবাদি-তিথিপূজা গৌরবিহিত সঙ্কীর্তনমুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। এতৎসঙ্গে আগামী ১৩-১৪ই আগষ্ট, ২০১৯ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্ত সম্মেলনে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিস্মরণ-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান করিলে মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিতে না পারিলে এই ভক্ত্যঙ্গযাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদি দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ হয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব
১৭ই জুন বৃহস্পতিবার, ২০১৯

শ্রীসজ্জন কিঙ্করাভাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব-পঞ্জী

১১ই আগষ্ট, রবিবার	—	পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রারম্ভ।
১২ই আগষ্ট, সোমবার	—	শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের তিরোভাব। পূর্বাহ্ন ৯।৩৩মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
১৩-১৪ই আগষ্ট, মঙ্গল ও বুধবার	—	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান।
১৫ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাবতিথির ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। রাখী পূর্ণিমা।
২০শে আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ৬০তম বর্ষপূর্তি শুভ আবির্ভাব তিথি শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব।
২৩শে আগষ্ট, শুক্রবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন মহোৎসব।
২৪শে আগষ্ট, শনিবার	—	**শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ব্রতোপবাস।** নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।*
২৫শে আগষ্ট, রবিবার	—	শ্রীশ্রীনন্দোৎসব। পূর্বাহ্ন ৮।১১ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতের পারণ। শ্রীযোগমায়া দেবীর আবির্ভাব।
২৭শে আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	অজা একাদশীর ব্রতোপবাস। পরদিবস পূর্বাহ্ন দি ৯।৩২ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
৪ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার	—	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের (১২৪ তম) বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব।
৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	—	**শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর ব্রতোপবাস।**
৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার	—	শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-জয়ন্তী। পূর্বাহ্ন ৯।৩ মিঃ মধ্যে **শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতের পারণ।** শ্রীমদ্ ভাগবত কথা সপ্তাহারম্ভ।
৯ই সেপ্টেম্বর, সোমবার	—	পার্শ্বপরিবর্ত্তনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
১০ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	—	**শ্রীবামন দ্বাদশী ব্রত।** মধ্যাহ্নে শ্রীবামনদেবের অর্চনান্তে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদের আবির্ভাব তিথি।
১১ই সেপ্টেম্বর, বুধবার	—	গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৮১ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা মহোৎসব।
১২ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীঅনন্ত চতুর্দশী। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।
১৪ই সেপ্টেম্বর, শনিবার	—	শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব, প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমা ও শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহের-পূর্ণাপ্তি। মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব সমাপ্তি।

* জন্মাষ্টমী দিবসে নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সকাল ৬টায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া বাগবাজার স্ট্রীট্, বিধান সরণী, মহাত্মা গান্ধী রোড, কালাকার স্ট্রীট্, রবীন্দ্র সরণী এবং গঙ্গাঘাট হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বিঃ দ্রঃ— মহোৎসবের সেবানুকূল্য সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত ধনরাশি ইনকামট্যাক্স ৮০জি ধারায় করমুক্ত।

শ্রীঊর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক
মথুরা–বৃন্দাবন ধাম পরিক্রেমণ ও গয়া, কাশী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, জয়পুর, করৌলি, নাথদ্বার আদি তীর্থসমূহ দর্শন

শ্রদ্ধালু ভক্তগণ,

এই বৎসর কার্ত্তিকমাসে ঊর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের আনুগত্যে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে আগামী ২৪শে আশ্বিন, ১৪২৬ (ইং ১১ই অক্টোবর, ২০১৯) শুক্রবার হইতে ১৩ই কার্ত্তিক (ইং ৩১শে অক্টোবর, ২০১৯) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রায় ২১ দিন ব্যাপী উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন তীর্থাদি যথা নৈমিষারণ্য, জয়পুর, করৌলি, নাথদ্বার, গয়া, কাশী, প্রয়াগ আদি বিভিন্ন তীর্থ ও মথুরা বৃন্দাবন দর্শন পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত যাত্রা কলকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বাসযোগে ১১ই অক্টোবর, ২০১৯ শুক্রবার শুভারম্ভ হইবে। শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ, আপনারা দামোদর মাসে শুদ্ধভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন সহযোগে উক্ত তীর্থসকল ও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করুন।

বর্তমান বাসভাড়া, বাড়ীভাড়া ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশনের পরিচালক মণ্ডলী সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব কম খরচে সম্পূর্ণ পরিক্রমার জন্য থাকা, খাওয়া বা গাড়ী ভাড়া সহ সর্বসাকুল্যে ১৫,১০০/- (পনেরো হাজার একশত) টাকা প্রত্যেক যাত্রীপিছু ধার্য্য করিয়াছেন। যাঁহারা বৃন্দাবন অথবা মথুরা হইতে পরিক্রমায় যোগদান করিবেন তাহাদের ১২,১০০/- (বারো হাজার একশত) টাকা জনপ্রতি জমা দিতে হইবে। প্রত্যেক যাত্রী ভোটার কার্ড বা ID কার্ডের জেরক্স কপি এবং অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া শীঘ্র নাম নথিভুক্ত করিবেন।

নিবেদন ইতি ---সজ্জন কিঙ্করাভাস

যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৩৪৩০৭১০, ৯০৫১৭৮১৪৯৩

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী, (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

পরিক্রমা-পঞ্জী

11-10-2019,	শুক্রবার	ঃ সকাল ৭.৩০ টায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে (বাসযোগে) রওনা হয়ে গয়াতে রাত্রিবাস।
12-10-2019,	শনিবার	ঃ গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয়বট, ফল্গুনদী, বুদ্ধগয়া দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
13-10-2019,	রবিবার	ঃ গয়া থেকে বেনারস যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।
14-10-2019,	সোমবার	ঃ বেনারস দর্শন (কাশী বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, আদিকেশব, বিন্দুমাধব, চৈতন্যবট, সঙ্কটমোচন আদি দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
15-10-2019,	মঙ্গলবার	ঃ বেনারস থেকে লক্ষ্ণৌ যাত্রা ও তথায় রাত্রিবস।
16-10-2019,	বুধবার	ঃ নৈমিষারণ্য দর্শন করে বৃন্দাবন যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।
17-10-2019,	বৃহস্পতিবার	ঃ বৃন্দাবন থেকে করৌলীতে শ্রীমদনমোহন দর্শনান্তে জয়পুরে রাত্রিবাস।
18-10-2019,	শুক্রবার	ঃ জয়পুরে শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ জীউ, শ্রীরাধা দামোদর জীউ ও গলতা পাহাড় দর্শনান্তে নাথদ্বার যাত্রা (রাত্রিতে যাত্রা)।
19-10-2019,	শনিবার	ঃ নাথদ্বারে শ্রীনাথ জী দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
20-10-2019,	রবিবার	ঃ নাথদ্বার থেকে বৃন্দাবন যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।
21-10-2019,	সোমবার	ঃ শ্রীল গোস্বামীপাদের ১ম বার্ষিক বিরহ তিথি উদ্‌যাপন ও শ্রীবৃন্দাবন স্থানীয় দর্শন।
22-10-2019,	মঙ্গলবার	ঃ মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, আদিকেশব, বিশ্রাম ঘাট, ভূতেশ্বর মহাদেব, মধুবন, তালবন দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।
23-10-2019,	বুধবার	ঃ গোকুল মহাবন, দাউজী, ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, রাভেল, রমনরেতি দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।
24-10-2019,	বৃহস্পতিবার	ঃ বৃন্দাবনে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা ও রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।
25-10-2019,	শুক্রবার	ঃ নন্দগ্রাম, বর্ষানা, যাবট, সঙ্কেত, পাবন সরোবর, প্রেম সরোবর আদি দর্শন ও রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।
26-10-2019,	শনিবার	ঃ মানসরোবর, বেলবন, ভাণ্ডীরবন, বংশীবট, চীরঘাট আদি দর্শন ও রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।
27-10-2019,	রবিবার	ঃ গিরিরাজ পরিক্রমা ও রাধাকুণ্ড মঠে দীপাবলী মহোৎসব ও তথায় রাত্রিবাস।
28-10-2019,	সোমবার	ঃ রাধাকুণ্ড মঠে অন্নকূট মহোৎসব উদ্‌যাপন ও রাত্রে এলাহাবাদ উদ্দেশ্যে রওনা ।
29-10-2019,	মঙ্গলবার	ঃ এলাহাবাদ-এ স্থানীয় দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।
30-10-2019,	বুধবার	ঃ পাটনা উদ্দেশ্যে রওনা ও তথায় রাত্রিবাস।
31-10-2019,	বৃহস্পতিবার	ঃ পাটনা থেকে কোলকাতা প্রত্যাবর্তন।

—ঃ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ—

এই সময় অল্প শীত পড়ে, এইজন্য হাল্কা গরম পোষাক, হাল্কা বিছানা, ঘটী, বাটী ও টর্চ সঙ্গে লইবেন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ রাখিবেন। প্রতিবন্ধী, অতিবৃদ্ধ, অত্যাধিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া সম্ভব হইবে না। যাত্রাকালীন পরিচালক মণ্ডলীকে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করিতে প্রার্থনা। কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা ৯৪৩৩৪৩০৭১০ ফোনে যোগাযোগ করিতে প্রার্থনা।

বিঃ দ্রঃ—কার্য্যানুরোধে উপরোক্ত পরিক্রমা সূচী পরিবর্তনযোগ্য।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/07/2019

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003,
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠমন্দির গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক কৌস্তুভ (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের গ্রন্থাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। হিন্দি (১) কিশোরা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মেঁ উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ
শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরাতন গ্রন্থসমূহে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও কলকাতা কার্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420672952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org